তোষাখানা
'সাধারণের প্রবেশ নিষেধ'

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীরা কোনো উপহার পেলে বিধি মোতাবেক তার মূল্য নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে রিপোর্ট করতে হয়। ১৯৭৪ সালে প্রণীত তোষাখানা আইন (মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস অনুযায়ী প্রাপ্ত উপহারের মূল্য ৩০ হাজার টাকার বেশি হলে তা রাষ্ট্রীয় তোষাখানায় জমা দিতে হয়। আইনটি বিদ্যমান আছে। কিন্তু আইন মেনে রাষ্ট্রীয় তোষাখানায় উপহার সামগ্রী জমা দেয়ার তেমন কোনো রেকর্ড নেই।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পাওয়া রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছাড়াও বিদেশিদের দেয়া প্রীতি উপহার সংরক্ষণ করতে আমাদের দেশে কোনো জাতীয় তোষাখানা নেই। সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান বিদেশে গেলে যে সব উপহার পান তা বঙ্গভবনের সরকারি তোষাখানায় রাখা হয়

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পাওয়া রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছাড়াও বিদেশিদের দেয়া প্রীতি উপহার সংরক্ষণ করতে আমাদের দেশে কোনো জাতীয় তোষাখানা নেই। সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান বিদেশে গেলে যে সব উপহার পান তা বঙ্গভবনের সরকারি তোষাখানায় রাখা হয়। তবে এ উপহার মূল্য যদি ৩০ হাজার টাকার বেশি হয় তা হলে সরকারি তোষাখানায় জমা দেয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপহার সামগ্রীর দাম ৩০ হাজার টাকার মূল্যমানের চেয়ে কম হওয়ায় তা তোষাখানায় জমা দেয়া হয় না। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় তোষাখানা নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। জানা গেছে, সম্প্রতি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সংবর্ধনা সভায় সোনার নৌকা উপহার পান। এটা নিয়ে মিডিয়ায় হইচই পড়ে যায়। বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রতিমন্ত্রী তা সরকারি তোষাখানায় জমা দেন। এরপরও বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। ২৪ মার্চ জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্য একেএম মাইদুল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক সংসদকে জানান, ১৯৭৪ সালে প্রণীত তোষাখানা আইন অনুযায়ী ৩০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের উপহার সামগ্রী সরকারি তোষাখানায় জমা দিতে হয়।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ, তারপরও খবর নেই

১০ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তোষাখানা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেও এখনো তা কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। বঙ্গভবনে যে সরকারি তোষাখানা আছে, তা সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত নয়। যে কারণে দেশের মানুষ জানতে পারেন না রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানরা বিদেশে গিয়ে কোন ধরনের উপহার পান। এ বিষয়টি জনগণের সামনে উন্মুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তোষাখানা নির্মাণের ঘোষণা দেন। ওই বৈঠক সূত্রে জানা যায়, বিজয় সরণিতে নভোথিয়েটার ও সামরিক জাদুঘরের মাঝখানে যে জায়গা রয়েছে, সেখানে জাতীয় তোষাখানা নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণার প্রথম দিকে মন্ত্রণালয়কে নড়েচড়ে বসতে দেখা গেলেও তা ক্রমেই থিতিয়ে যায়। যার ফলে তোষাখানা নির্মাণের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি।

এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভবন, নভোথিয়েটার, সামরিক জাদুঘর এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পাশাপাশি হওয়ায় বিদেশি পর্যটকদের কাছে এ জায়গাটি দর্শনীয় হবে মনে পছন্দ করেছেন। কোন দেশ থেকে কী উপহার এসেছে তা এই তোষাখানায় লিপিবদ্ধ থাকবে। জানা যায়, আগামী প্রজন্মকে রাষ্ট্রের অর্জন দেখানোর জন্য এবং মূল্যবান রাষ্ট্রীয় উপহারগুলো সংরক্ষণের জন্য জাতীয় তোষাখানা নির্মাণ করার চিন্তাভাবনা করা হয়।

বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেন, বিদেশি উপহার সংরক্ষণে জাতীয় তোষাখানা নির্মাণের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন সত্য। আমরা সম্ভাব্য জায়গা যাচাই-বাছাই করছি। আগামী অর্থবছরে এ প্রজেক্ট আলোর মুখ দেখবে। তোষাগারে সাধারণ মানুষ যাতে প্রবেশ করতে পারে তার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কোন দেশ থেকে কোন উপহার পাওয়া গেছে তার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে উপহারের বর্ণনা থাকবে।

বঙ্গভবনে যা আছে

বঙ্গভবনের তোষাখানায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। সাধারণ মানুষের কোনো তথ্য পাওয়ার সুযোগ নেই। কোষাগার সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী থেকে বর্তমান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর শেষে যা যা উপহার পেয়েছেন, তার যে অংশ জমা দিয়েছেন তা সরকারি তোষাখানায় জমা আছে। এর মধ্যে পদক, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ পর্যন্ত যারা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তাদের বেশ কিছু উপহার সামগ্রী সংরক্ষিত আছে। একইভাবে বঙ্গবন্ধু থেকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পর্যন্ত যারা বিদেশ সফর করেছেন তাদের বেশ কিছু উপহার সামগ্রী রয়েছে। তোষাগারে তিনটি স্বর্ণের নৌকা ও ২টি ধানের শীষ ও ২টি লাঙ্গল প্রতীকের স্বর্ণের ক্রেস্ট রয়েছে বলে জানা গেছে। ■